গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
বিদ্যুৎ উইং

নং-২০.০৫.০০০০.৪৭৮.১৪.৩০৩.১৭- ২৬৪

তারিখঃ ০১ কার্তিক, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১৬ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) কর্তৃক প্রস্তাবিত "ডিপিডিসি'র আওতায় ঢাকার কাওরানবাজারে ভূ-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (শিল্প ও শক্তি) ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে গত ০৪/১০/২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) কর্তৃক প্রস্তাবিত "ডিপিডিসি'র আওতায় ঢাকার কাওরানবাজারে ভূ-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট এর দপ্তর
পরিকল্পনা বিভাগ
ডায়েরী নং ৫৩ তারিখঃ ২১/১০/১৭
সিনিয়র প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল
প্রোগ্রামার
মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
সহকারী প্রোগ্রামার-১
সহকারী প্রোগ্রামার-২
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

১৬/১০/২০১৭
(আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯১৮০৬৪৬
ই-মেইলঃ kzaman050870@yahco.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ উপ-সচিব, বাজেট অধিশাখা-১৫)।
৩। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃঃআঃ যুগ্ম-প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ ভবন, ১ আবদুল গনি রোড, ঢাকা (১১ তলা)]।
৫। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৬। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৯। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১০। যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসি, বিদ্যুৎ ভবন, ১ অব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ, আরডিএ ভবন, ফারুক স্মরনী, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা।

অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট, আইসিটি শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
২। সদস্য (শিল্প ও শক্তি) মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। প্রধান (শিল্প ও শক্তি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। যুগ্ম-প্রধান (শিল্প ও সমন্বয়) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। যুগ্ম-প্রধান (বিদ্যুৎ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৬। উপ-প্রধান (বিদ্যুৎ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৭। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
শিল্প ও শক্তি বিভাগ

বিষয়ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) কর্তৃক প্রস্তাবিত "ডিপিডিসি'র আওতায় ঢাকার কাওরানবাজারে ভূ-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর ০৪/১০/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (শিল্প ও শক্তি) ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে ০৪/১০/২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) কর্তৃক প্রস্তাবিত "ডিপিডিসি'র আওতায় ঢাকার কাওরানবাজারে ভূ-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা **পরিশিষ্ট-"ক"** তে সন্নিবেশিত। সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

২। উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির আহ্বানে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে বিদ্যুৎ বিভাগের যুগ্ম-প্রধান প্রকল্পের পটভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জমির দুষ্প্রাপ্যতা বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকারের সম্মতির প্রেক্ষিতে জাপানী সংস্থা জাইকা কর্তৃক ঢাকা শহরে আন্ডারগ্রাউন্ড উপকেন্দ্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের জন্য একটি Feasibility Study সম্পাদন করা হয়। জাইকার নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত স্টাডির প্রতিবেদন ডিসেম্বর, ২০১৬ দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে ২টি আন্ডারগ্রাউন্ড সাব-স্টেশন স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। এ জন্য ৬টি সম্ভাব্য জায়গার মধ্যে ডেসকোর জন্য গুলশান এবং ডিপিডিসি'র জন্য কাওরানবাজার স্থান দুইটি গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। অর্থায়নের বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক ১৯/০১/২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ, ডেসকো, ডিপিডিসি, ইআরডি ও জাইকার প্রতিনিধির এক যৌথ সভা হয় এবং Minutes of Discussion (MoD) স্বাক্ষরিত হয় (ডিপিপি পৃঃ ৩৪৬-৩৪৭)। উক্ত MoD মোতাবেক জাইকার অর্থায়নে ঢাকা শহরে দুটি ভূ-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের একটি প্যাকেজ গৃহীত হয় যার দুইটি অঙ্গঃ একটি ডেসকোর গুলশানস্থ এবং অপরটি ডিপিডিসি'র কওরানবাজারস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ। পরবর্তীতে ১৭ মে ২০১৭ তারিখে জাপান সরকারের ৩৮তম ইয়েন লোন প্যাকেজের খসড়া বিনিময় নোটের উপর ERD তে সভা অনুষ্ঠিত হয় (ডিপিপি পৃঃ নং-৫২৫)। অতঃপর বিদ্যুৎ বিভাগে অনুষ্ঠিত ২৩/০৫/২০১৭ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার পর ডিপিপি পুনর্গঠন করতঃ অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে গত ১০/০৯/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ০৬/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ডিপিডিসি'র অপর একটি প্রকল্প অনুমোদনকালে ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় নির্মিতব্য উপকেন্দ্রসমূহ Underground এ নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।

৩। আলোচনাঃ

৩.১ সভায় আলোচনা হয় যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শহরাঞ্চলে, বিশেষতঃ ঢাকার মতো রাজধানী শহরে জমির স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিলে প্রথাগত উন্মুক্ত বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র Air Insulated Switchgear (AIS) নির্মাণ যৌক্তিক নয়। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে আমাদেরকে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, তবে সেই সাথে নতুন প্রযুক্তির ব্যয়ভার বহনের সামর্থও আছে কি না তা বিবেচনা করতে হবে। সে বিবেচনায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশে Gas Insulated Switchgear (GIS) সমৃদ্ধ Indoor Type উপকেন্দ্র নির্মাণ শুরু হয়েছে। তবে Gas Insulated Transformer (GIT) সমৃদ্ধ Underground Type উপকেন্দ্র নির্মাণ এর প্রস্তাব এটাই প্রথম। সভায় আরো আলোচনা হয় যে, ১৩২/৩৩/১১ কেভি Indoor Type উপকেন্দ্র এবং Underground Type উপকেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত ভূমির প্রয়োজনীয়তা যথাক্রমে ০.৫০-০.৬৭ একর এবং ০.৩৩-০.৫০ একর। এখন ঢাকার ব্যস্ততম জায়গায় (কাওরান বাজার এলাকায়) Indoor Type

উপকেন্দ্র নির্মাণ করে ভূমির বহুবিধ ব্যবহার ও উপযোগীতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা যেত। এতে ব্যয় কম হতো অথচ উদ্দেশ্য বহুলাংশে অর্জিত হতো। সেই বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রেক্ষাপটে এ প্রকল্পের Opportunity Cost অনেক বেশী মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩.২ কী বিশেষ কারিগরি সুবিধার কারণে প্রায় ৫ গুণ বর্ধিত ব্যয়ে Underground Type উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে তা বিদ্যুৎ বিভাগের কাছে জানতে চাওয়া হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, ০৬/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুতের উপকেন্দ্রগুলো underground-এ নেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তৎপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে ঢাকা শহরের জমির দুষ্প্রাপ্যতা ও উন্নত কারিগরি সুবিধার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে জাইকা কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার পর তাদের আর্থিক সহায়তায় প্রথমবারের মত বাংলাদেশে নতুন প্রযুক্তির ভূ-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা শহরের বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রসমূহ পর্যায়ক্রমে আন্ডারগ্রাউন্ডে স্থানান্তরের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিবেচ্য প্রকল্পটির প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.৩ সাধারণতঃ ভূ-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ওআইটি Oil Insulated Transformer (OIT) ট্রান্সফরমারের পরিবর্তে জিআইটি (GIT) ট্রান্সফরমার ব্যবহৃত হয়। GIT ট্রান্সফরমারের কার্যকাল OIT ট্রান্সফরমারের প্রায় দ্বিগুণ এবং পরিচালন ও সংরক্ষণ ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। সেকারণে GIT ট্রান্সফরমারের মূল্য প্রচলিত OIT ট্রান্সফরমারের মূল্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হয়ে থাকে। তাছাড়াও ভূ-গর্ভস্থ পূর্তকাজ বিশেষায়িত বিধায় নির্মাণ ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় প্রকল্পের মোট নির্মাণ ব্যয় প্রচলিত AIS উপকেন্দ্রের চেয়ে প্রায় ৫ গুণ বেশি। কাওরানবাজার জায়গাটি বাণিজ্যিক এলাকা বিবেচনায় উক্ত এলাকায় ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মোকাবেলায় নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ আবশ্যক। জমির দুষ্প্রাপ্যতা বিবেচনায় কাওরানবাজারে বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র এলাকায় নতুন ১৩২/৩৩ কেভি ও ৩৩/১১ কেভি ভূ-গর্ভস্থ (ক্ষমতা: ১৩২ কেভিতে ৩X১২০= ৩৬০ এমভিএ এবং ৩৩ কেভিতে ৩X৫০=১৫০ এমভিএ) জিআইএস উপকেন্দ্র নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ডিপিডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, তাইওয়ান এবং চীনে নির্মিত অধিকাংশ Underground Type উপকেন্দ্রের ওপর বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যথায় এ ধরনের প্রকল্পগুলো কখনোই লাভজনক হবে না। তাই ভূমির বহুবিধ ব্যবহার ও বাণিজ্যিকভাবে প্রকল্প হতে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড সাব-স্টেশনের উপর ১৩ তলা বিশিষ্ট সুপারস্ট্রাকচার নির্মাণের সংস্থান রাখা আছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে ইনডোর GIS সাব-স্টেশনের পরিবর্তে প্রস্তাবিত আন্ডার-গ্রাউন্ড GIS সাব-স্টেশন নির্মাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উভয় পদ্ধতির সুবিধা/অসুবিধা, অঙ্গভিত্তিক পরিমাণ/সংখ্যা ও ব্যয়ের তুলনামূলক তথ্য সারণী প্রণয়ন করে পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৩.৪ সভায় Underground Type উপকেন্দ্র নির্মাণ ব্যয় অত্যধিক বিধায় তা পরিকল্পনা কমিশনের বিদ্যমান পরিপত্রে বর্ণিত ডিসকাউন্ট রেটে (১৫%) আর্থিকভাবে লাভজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি এ প্রসঙ্গে সভাকে জানান যে, আর্থিক বিশ্লেষণে বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের পরিপত্রে বর্ণিত হার নিয়ে সম্প্রতি কেবিনেট সভায় আলোচনা হয়েছে। এ হার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগও ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষণে জাইকা'র প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক ডিপিডিসি'র জন্য Weighted Average Cost of Capital (WACC) বিবেচনায় discount rate ৭.৪১৩% ধরে আর্থিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এতে FIRR হয়েছে ৮.৩%। তবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট রেট ১৫% বিবেচনা করতঃ EIRR দাড়িয়েছে ২৬.৩০%। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, জাইকার Feasibility Study তে প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষণ WACC এর ভিত্তিতে এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ১৫% ডিসকাউন্ট রেট ধরে সম্পাদন করা হয়েছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে অর্থনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সঠিক পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট discount rate নির্ধারণের বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে মর্মে ঐকমত্য হয়।

৩.৫ বিদ্যুৎ বিভাগে এ প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করেই ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে জানতে চাইলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা এর মতামতের

জাইকা'র সাথে বাংলাদেশ সরকারের স্বাক্ষরিত Minutes of Discussion (MoD) এ বর্ণিত প্রকল্পের প্রধান অঙ্গের দর যেমন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পূর্ত, পরামর্শক ইত্যাদি এর আলোকে প্রকল্পের আওতায় ভূ-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় যাচাই বাছাই পূর্বক যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এবং জাইকার মধ্যে সম্পাদিত Minutes of Discussion (MOD) এর আলোকে ২৯/০৬/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রসঙ্গে ইআরডি'র প্রতিনিধি জানান যে, ইতোমধ্যে ঋণ চুক্তি কার্যকর হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে, প্রকল্পের কারিগরী দিক পর্যালোচনা এবং প্রস্তাবিত অঙ্গসমূহের পরিমাণ/সংখ্যা ও ব্যয় যৌক্তিকভাবে নির্ধারণের লক্ষ্যে আইএমইডি'র নেতৃত্বে বিদ্যুৎ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রয়োজনবোধে অন্য কোন বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়। উক্ত কমিটি আগামী ১৫ কর্ম দিবসের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে। আইএমইডি'র নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক পেশকৃত প্রতিবেদন ও এ সভার আলোচনা/সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করতে হবে। পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তা পুনরায় পিইসি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৩.৬ পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত ডিপিপি'তে বর্ণিত কাজ প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে জাপানী কোনো প্রতিষ্ঠানই করবে নাকি বিষয়টি উন্মুক্ত থাকবে এ বিষয়ে স্বাক্ষরিত চুক্তি শর্তে কী বলা আছে, তা জানতে চাওয়া হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, ডিপিপিতে প্রদর্শিত Procurement Plan এবং MOD অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। সভায় প্রাইস কন্টিনজেন্সী ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী খাতের ব্যয় প্রাক্কলন যথাক্রমে ৭২৪৩.৫৫ লক্ষ টাকা ও ২৪৬৮.৪৪ লক্ষ টাকা যা অতিরিক্ত বলে মনে হয় এবং তা যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করা হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবায়নকাল বিবেচনায় প্রাইস কন্টিনজেন্সী ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী খাতের ব্যয় বিদ্যমান পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক ধার্য করা হয়েছে। এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত বিশেষ ধরণের ভূ-গর্ভস্থ পূর্ত স্থাপনার ডিজাইন ও নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ নতুন বিবেচনায় উক্ত খাতসমূহে এ ব্যয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বিশেষায়িত প্রকল্প বিবেচনায় উক্তখাতসমূহের ব্যয় হ্রাস না করাই যুক্তিযুক্ত মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী ডিপিপি অনুমোদনের পূর্বের ব্যয় (যদি হয়ে থাকে) ডিপিপি'র ব্যয় প্রাক্কলন থেকে বাদ দেয়া সমীচীন হবে মর্মে পরিকল্পনা কমিশন থেকে উপস্থাপন করা হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, বিদ্যমান পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে। সভায় এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়। স্থানীয় পরামর্শক খাতের কোনো জনমাস উল্লেখ না করা এবং বৈদেশিক পরামর্শক এবং স্থানীয় পরামর্শক খাতের ৭৪.১২৬৭ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন, ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ক্ষতিপূরণ বাবদ পিডিবি'কে প্রদানের জন্য প্রস্তাবিত ৪.২১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান অবকাঠামো অপসারণ ব্যয়সহ প্রকল্পের অন্যান্য ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে আইএমইডি'র নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক হ্রাস করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৩.৭ সভায় ডিপিপি'র ১৩, ২০ এবং ৩১ নং অনুচ্ছেদ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি তা পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সংশোধন করা হবে মর্মে আশ্বস্ত করেন। তাছাড়া, বিদ্যমান পরিপত্রের বিধান অনুযায়ী ডিপিপি'র কলেবর সীমিত রাখার নিমিত্ত ডিপিপি'তে সম্পূর্ণ Feasibility Report এর কপি সংযোজন না করে শুধু সার-সংক্ষেপ সংযোজন করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

৪। সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৪.১ বিবেচ্য প্রকল্পের প্রযুক্তি বাংলাদেশের জন্য সম্পূর্ণ নতুন। বিশ্বের কয়েকটি উন্নত দেশ ব্যতীত এখনও এ প্রযুক্তি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। আন্ডারগ্রাউন্ড GIS সাব-স্টেশন প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যয় প্রচলিত পদ্ধতি (AIS) অপেক্ষা প্রায় ৫ গুণ বেশী। কিন্তু প্রযুক্তিগত বিবেচনায় Indoor GIS সাব-স্টেশন ও বিবেচ্য আন্ডারগ্রাউন্ড GIS সাব-স্টেশন প্রায় সমতুল্য এবং এ দুটির সুবিধা/অসুবিধাও প্রায় একই ধরনের। তাই ইনডোর GIS সাব-স্টেশনের পরিবর্তে প্রস্তাবিত আন্ডার-গ্রাউন্ড GIS সাব-স্টেশন নির্মাণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উভয়

পদ্ধতির সুবিধা/অসুবিধা, অঙ্গভিত্তিক পরিমাণ/সংখ্যা ও ব্যয়ের তুলনামূলক তথ্য-সারণী প্রণয়ন করে পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৪.২ প্রকল্পের কারিগরী দিক পর্যালোচনা এবং প্রস্তাবিত অঙ্গসমূহের পরিমাণ/সংখ্যা ও ব্যয় যৌক্তিকভাবে নির্ধারণের লক্ষ্যে আইএমইডি'র নেতৃত্বে বিদ্যুৎ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রয়োজনবোধে অন্য কোনো বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি আগামী ১৫ কর্ম দিবসের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে;

৪.৩ অর্থনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সঠিক পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট discount rate নির্ধারণের বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৪.৪ আইএমইডি'র নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক পেশকৃত প্রতিবেদন ও এ সভার আলোচনা/সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করতে হবে। পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তা পুনরায় পিইসি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. কামাল উদ্দিন আহ্‌মেদ)
সদস্য
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন